যুগান্তর

তারিখ 03 OCT 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ১

এমপিও বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে

যুগান্তর রিপোর্ট

এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষায় কমপক্ষে ১০ জন পাস করাতে পারেনি এমন স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার এমপিও বাতিলের চিন্তাভাবনা চলছে। যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাদশ শ্রেণীতে ৭৫ শতাংশ আসনই খালি আছে, সেগুলোর এমপিও বাতিল করা হবে। এ লক্ষ্যে দ্রুত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের কাজ চলছে।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ রোববার যুগান্তরকে বলেন, 'যেসব প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তি হয় না এবং ছাত্রছাত্রীরা পাস করে না তাদের ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নিতেই হবে। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।'

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, এ বছর সারা দেশে একাদশ শ্রেণীতে একজন শিক্ষার্থীও ভর্তি হয়নি

■ পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

এমপিও বাতিলের প্রক্রিয়া চলছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

এমন কলেজ-মাদ্রাসা আছে ৪৮টি। ৬৮৪টি প্রতিষ্ঠানে গড়ে ২০ জনের কম শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করেছে। তাদের মধ্যে গড়ে ১০ জন শিক্ষার্থী একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছে। ২০১৬ সালে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় ৫৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজনও পাস করেনি। ১০ শতাংশের কম পাস করেছে ২৫ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। পাশাপাশি ২০১৬ সালের এইচএসসি পরীক্ষায় ২৭ প্রতিষ্ঠানের কেউ পাস করেনি। ১০ শতাংশের কম পাস করেছে এমন প্রতিষ্ঠান ১৪টি। সেই হিসাবে ৮৬১ প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত কালো তালিকায় আছে।'

সূত্র জানায়, উল্লিখিত ৮৬১টি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এমপিওভুক্ত এবং এমপিওবিহীন প্রতিষ্ঠান আছে। এ কারণে প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শুধু এমপিওভুক্ত স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা চিহ্নিত করতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পরিসংখ্যানে দেখা যায়, মোট ২৮ হাজার ১০৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষার্থীরা ২০১৬ সালের এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দেয়। এরমধ্যে ৮৭৫টি প্রতিষ্ঠানে ৫০ শতাংশের কম শিক্ষার্থী পাস করেছে। আর এইচএসসিতে ৮৬২টি প্রতিষ্ঠান থেকে অংশ নেয়া শিক্ষার্থীর অর্ধেকের কম পাস করেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, দেশে বর্তমানে এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ২৬ হাজার ৯০টি। এসব প্রতিষ্ঠানে বর্তমানে তিন লাখ ৬০ হাজার ৬৪৮ জন শিক্ষক রয়েছেন। আর কর্মচারী রয়েছে প্রায় এক লাখ ৫ হাজার ৫৭৪ জন। সব মিলিয়ে এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীর সংখ্যা রয়েছে প্রায় ৪ লাখ ৬৬ হাজার। বিদ্যমান নীতিমালা অনুযায়ী, এমপিওপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান থেকে বর্তমানে ৫০ শতাংশ শিক্ষার্থীকে পাস করতে হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা জানান, এমপিও নীতিমালার হালনাগাদকরণের কাজ চলছে। এতে ন্যূনতম পাসের হার ৭০ শতাংশ করার প্রস্তাব আছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রোববার একটি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, এ সভার আগে কর্মকর্তাদের উদ্দেশে শিক্ষা মন্ত্রী এক নোটে ২৫ দফা নির্দেশনা পাঠান। তাতেও তিনি এমপিও বন্ধের লক্ষ্যে পদক্ষেপ নিতে নির্দেশনা দেন। এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রীর নোটে বলা হয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের এসএসসি-এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় যেসব প্রতিষ্ঠান থেকে কমপক্ষে ১০ জন উত্তীর্ণ হবে না, সেসব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। যেসব কলেজে কাম্য শিক্ষার্থী সংখ্যার অর্ধেক বা এক-চতুর্থাংশও ভর্তি করতে পারেনি, সে সব প্রতিষ্ঠানের এমপিও বন্ধ করা যেতে পারে। এসব বিষয়ে তথ্য দ্রুত সংগ্রহ করতে হবে।'

সূত্র জানায়, শিক্ষামন্ত্রীর নোটে জাতীয়করণকৃত স্কুল-কলেজের শিক্ষকদের পরিচিতি কী হবে তার জন্য নীতিমালা তৈরি, জাতীয়করণ কাজে স্বচ্ছতা নিশ্চিত, ক্যাডার শিক্ষকদের দায়িত্ব, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কলেজ সম্পৃক্ত করার কাজের জটিলতার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদেশে প্রশিক্ষণের তালিকা প্রণয়নে সমতা বিধানসহ বিভিন্ন নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।